দৈনিক সংবাদ

তারিখ 19 FEB 1988
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১
053

আবুল কাশেম (ছাত্রাবাস) হোস্টেলের সমস্যার সমাধান চাই

(১) সরকারী বাংলা কলেজের হোস্টেলে কোন সুপার নেই, তাই বহিরাগতের আগমন ঘটছে। (২) হোস্টেলে আজ পর্যন্ত কোন রাতের প্রহরী নাই। মাঝে মাঝে চুরি হয়। ইহার কোন প্রতিকার নাই। (৩) কলেজটি সরকারী হয়েছে বটে, কিন্তু আমাদের কোন শান্তি শৃংখলা নেই। ছাত্রবাসে আজও কোন ছাত্রের সীটের ব্যাপারে অধ্যক্ষ সাহেবের দৃষ্টি নাই। অনেক কষ্ট করে ছাত্র ভাইরা দিনাতিপাত করছে। (৪) ছাত্রাবাসের পানি সংকট খুবই মারাত্মক। দুই দিন থাকে আর তিন দিন থাকে না। এমনকি টয়লেটের অবস্থা শোচনীয়। বাতিতো দূরের কথা, বাথরুমের ট্যাপ ও ঝরণাগুলো অকেজো। গোসলের খুবই কষ্ট। (৫) ছাত্রাবাসের ডাইনিংরুমের করুণ অবস্থা দেখে মনে হয় না এখানে কোন ছাত্র বা মানুষ বাস করে বা খায়। বসে খাওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই। এমনকি বাতিও নেই। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে খেতে হয়। (৬) খাবারের কোন থালা বাটি, গ্লাস, জগ আছে কিনা কেউ বলতে পারবে না। (৭) ছাত্রাবাসের সম্পূর্ণ দরজা, জানালা সংস্কার করা একান্ত প্রয়োজন। খাটের কোন ষ্ট্যাণ্ড নাই, মশারি খাটানো যায় না। রাতে খুব মশার উৎপাত। লেখাপড়া করা যায় না। তাই স্প্রে করা জরুরী হয়ে পড়েছে। (৮) পানির চৌবাচ্চাগুলি ভাল নয়, পানি উঠালে বেশীক্ষণ পানি থাকেনা। (৯) ডাইনিংয়ে বাবুর্চি নেই বললেই চলে, একজন আছে, কিন্তু সময় মত খাবার রান্না করতে পারেনা। ১০) চুল্লী সংখ্যায় দু'টিই আছে, কিন্তু কাজ করা যায় না, একটি কোন রকম আছে। আর একটি তো একেবারে অকেজো। ১১) ছাত্রাবাসে অনেক সংগ্রামের পর একটি টি, ভি দিয়েছে কথা সত্যি, কিন্তু টি, ভি দেখার মত কোন ব্যবস্থা নেই। কারণ বসার জন্য কোন চেয়ার ইত্যাদি নেই। (১২) কলেজ থেকে হোস্টেল কিন্তু খুব দূরে নয়, হলে কি হবে, আজ পর্যন্ত কোন রাস্তাই তৈরী হয় নিই হোস্টেলে আসার জন্য। শীতের কালে ঝোপ ঝাড় ভেঙ্গে আসা যায়, কিন্তু বর্ষা কালে একবারে আসা খুবই কষ্ট। রাস্তায় জঙ্গল, পানি ভর্তি খানাখন্দ পেরিয়ে আসতেহয়।

তাই সরকারী বাংলা কলেজের আবুল কাশেম ছাত্রাবাসের পক্ষ থেকে কর্তৃপক্ষের নিকট এসব সমস্যা সমাধানের জন্য আবেদন জানাই।

মাজহারুল হক
বি,এস,সি (জীববিজ্ঞান)
সরকারী বাংলা কলেজ, ঢাকা।